পিতা।

পা রক্ষণে পাধাতু হইতে উৎপন্ন পিতৃ শব্দের প্রথমান্ত পদ পিতা, তদর্থ যথা, যিনি অপত্য অর্থাৎ সন্তানকে রক্ষা করেন তাঁহার নাম পিতা।

পিতৃপর্য্যায়ক শব্দ।

তাত, পালক, জনক, জন্য, জনয়িতা, জন্মদ, জনিতা, বপ্তা, বপ্র, জনন, জনিত্ব, বীজী, প্রসবিতা, প্রজাবান্, গুরু, ধাতা, স্নেহকৃৎ, সম্ভু, বাপ, বাপা, এই দুইটী অপভ্রংশ বা ইতরের ভাষা।

ধাতু পরিচয়।

পদ্য।

বিস্তারার্থ তন্ ধাতু হৈতে তাত হয়।
বিস্তীর্ণ করণে তাত প্রজাপতি কয়॥
রক্ষণার্থ পাল্ হৈতে হয়েছে পালক।
জন্মদান হেতু নাম জনিতে জনক॥
প্রাদুর্ভাব অর্থে জন জন্য জনয়িতা।
এক ধাতু পঞ্চ পদ জন্মদ জনিতা॥
বপ্ হতে জাত পদ প্রথমান্ত বপ্তা।
বপ্র আর ঐ শব্দে অর্থ বপন কর্ত্তা॥
জনন জনিত্ব জন ধাতু সিদ্ধ হয়।
আর সব যোগরূঢ়ি জানিবে নিশ্চয়॥

গুরুগণমধ্যে জনক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান্য ও পূজনীয়। যেহেতু তাঁহার প্রসাদেই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, অতীব আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল দর্শন করত আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছি।

জগদীশ্বরের গুণগান শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়কে কৃতার্থ করিতেছি। উপদেশাধার জ্ঞানাধার পুস্তক সকল পাঠ করিয়া চিত্তকে পবিত্র করিতেছি। জনক জন্মদান না করিলে এ সকল কিছুই হইত না তাহা হইলে আমরা কোথায় থাকিতাম কি করিতাম কে বলিতে পারে।

অতএব যদিও জীবগণের জন্মবিষয়ে বিশ্বনিয়ন্তার বস্তু সংযোগ নিয়ম নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে বটে, তথাচ জনককে প্রধান কারণ বলিয়া মানিতে হইবে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য বুদ্ধিমানগণের বোধগম্য হয়, আমরা যা কিছু করিয়াছি করিতেছি করিব তৎসমুদায়েরই মুল কারণ জনক্ যেহেতু তাঁহার কটাক্ষেই সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে।

হে বালকগণ! যদ্যপি তোমাদিগের সুশীল ও সুবোধ হইবার অভিলাষ থাকে তবে এতাদৃশ উপকারক মুখ্য ফল প্রদাতা পিতাকে কদাচ তুচ্ছজ্ঞান করিওনা। পিতা নির্দ্দয় ও নির্ব্বোধ হইলেও পুত্রের পক্ষে পরম মান্য ও পূজ্য। একারণ এমত মহাগুরু জনকের আজ্ঞাপালনে কোনক্রমে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, বরং সর্ব্বতোভাবে সদাসর্ব্বদা তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক অনুগ্রহ লাভ করিতে যত্নবান্ হইবে। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে বা তিনি কোন আদেশ করিলে অগ্রে আজ্ঞা আদেশাদি শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক কথোপকথন ও অনুমতি যাচ্ঞা করিবে।

নীতি নানা প্রকার আছে; তন্মধ্যে পিতার প্রতি ভক্তি করা এক উত্তম নীতি এবং কৃতজ্ঞের কর্ম্ম। কারণ পিতা আমাদিগকে পালন করিবার নিমিত্ত কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তিনি নানা স্থান হইতে নানা প্রকার সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য অন্বেষণ পূর্ব্বক আহরণ করত স্বয়ং ভক্ষণ না করিয়াও আমাদের মুখে অর্পণ করিয়াছেন, আপনি উত্তম পরিধেয় পরিধান না করিয়া আমাদিগকে পরাইয়াছেন, আমাদিগের নিমিত্ত কতলোকের কত কথা সহ্য করিয়াছেন, অতএব এক্ষণ তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন্‌ আমাদিগের তাহাই করা কর্ত্তব্য। আর পুত্রের পিতৃসেবা প্রধান ধর্ম্ম, ও প্রধান কর্ম্ম মধ্যে গণনীয়।

পিত্রাজ্ঞাপালনের দৃষ্টান্ত।

সূর্য্যকুলতিলক রাজা দশরথের পুত্র ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বগুণ সর্ব্ববিদ্যা এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া একদা যৌবন কালে এক শুভক্ষণে যৌবরাজ্যাভিষিক্ত হইবেন তাহার আয়োজন হইতেছে, এমত সময়ে স্ত্রৈণ রাজা দশরথ কৈকেয়ী নাম্নী পত্নীর ছলবাক্যে বিমোহিত হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে বনগমনের আদেশ করিলেন্‌। রামচন্দ্র পিত্রাজ্ঞা প্রতি পালনার্থে সস্ত্রীক স্বানুজ লক্ষ্মণের সহিত পাদব্রজে দুর্গম গহন মধ্যে গমন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তথায় মহাকষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন। ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ শ্রবণ করিলেই বিশেষ বোধগম্য হইবে।

মাতা।

পূজার্থ মানও মা ধাতু হইতে উৎপন্ন মাতৃ শব্দের প্রথমার এক বচনের পদ মাতা, তদর্থ যথা, যিনি মান্যা অর্থাৎ প্রধানা পূজনীয়া তিনি মাতা।

মাতৃ পর্য্যায়ক শব্দ।

জননী, জনিত্রী, জনি, জনী, জনয়িত্রী, প্রসবিত্রী, প্রসূ, প্রসূতি, সবিত্রী, সূ, ও প্রসবিনী, প্রজনিকা, জন্যা, প্রজায়িনী, অম্বালিকা, অম্বা, অম্বিকা, অক্কা, মাতৃকা, অল্লা, ধাত্রী, উৎপাদিকা, অত্তা, অপত্যবতী, প্রজাবতী, সুতিনী, পুত্রিনী, প্রসবস্থলী, মাতাকে মাও বলিয়া থাকে।

ধাতু পরিচয়।

পদ্য।

উদ্ভবার্থ জনধেতে জননী জনিত্রী।
আর তিন পদ জনি জনী জনয়িত্রী॥
প্রসবার্থ সূঙ ধেতে হয় প্রসবিত্রী।
প্রসূ আর রূপান্তর প্রসূতী সবিত্রী॥
আর দুই পদ জেনো সূ ও প্রসবিনী।
জনধেতে প্রজনিকা জন্যা প্রজায়িনী॥
চলনার্থ অম্ব ধাতু হতে অম্বালিকা।
অম্বা আর এক পদ হয়ত অম্বিকা॥

অক্ক ধেতে অক্কা হয় মাতৃকা মা ধেতে।
অল ধেতে অল্লা মাতা বলে নাটকেতে।।
ধারণার্থ ধাঙ ধেতে ধাত্রী শব্দ হয়।
পদ ধেতে উৎপাদিকা জানিহ নিশ্চয়।।
এইমতে পদে পদে বুঝে লও ঠিক।
অপর সকল শব্দ জানিবে যৌগিক।।

মাতৃস্বসা, মাতুলানী, পিতৃব্যস্ত্রী, পিতৃস্বসা, শ্বশ্রু, ইহাঁরা সকলে মাতৃতুল্যা হয়েন।

সপ্ত মাতা।

গর্ব্ভধারিণী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, গবী, ধাত্রী, পৃথ্বী।

গর্ব্ভ ধারিণী মাতা।

মাতা পৃথিবী মধ্যে গুরুতরা সুতরাং সর্ব্বোৎকৃষ্টা মান্যা ও পূজনীয়া। তাঁহার প্রবত্তাশয়েই আমরা জগৎ দর্শন করিয়াছি। তিনি দশমাস দশদিবস আমাদিগকে জঠরে ধারণ করিয়া যে কত কষ্ট ও কত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহা বচনে বলা যায় না। তিনি গর্ব্ভকালে পরমেশ্বরের নিকট পুত্রার্থে কত প্রার্থনা করিতেন, ভাবী পুত্রের মঙ্গলার্থে কত দানব্রত এবং উপবাসাদি করিয়াছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইলে পরে, অপরিসীম শ্রমসহকারে প্রাণাধিক জ্ঞানে প্রাণপণে আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছেন। দেখ দেখি আপন পীড়া নিবারণার্থে ঔষধ সেবন করিতে কত কষ্ট হয়, তিনি আমাদিগের ব্যাধির নিমিত্ত

কখন কখন বিষম বিস্বাদ ঔষধ সকল সেবন করিয়াছেন, কখন বা আমাদিগের বিনিময়ে নিরম্বু উপবাসও করিয়াছেন।

আমরা অক্রুরাণাবস্থায় অহর্নিশ তাঁহার অঙ্কে কত মল মূত্র ত্যাগ করিয়াছি। তিনি নির্ঘৃণ হইয়া উভয় হস্ত দ্বারা তাহা ধৌত করিয়াছেন। যখন আমরা অবশেন্দ্রিয় ছিলাম ইচ্ছামত, ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পারিতাম না সর্ব্ব বিষয়ে অজ্ঞান ছিলাম, অগ্ন্যাদির দাহিকা শক্তি ও জলের গভীরতা বা শীতলতা গুণ জানিতাম না, সুতরাং সর্ব্বদা কালগ্রাসে পতনের নানা প্রকার উৎকট ঘটনা সকল উপস্থিত হইত, তখন মাতা সাবধানে তত্তাবৎ নিবারণ করিয়া আমাদিগকে এত বড় করিয়াছেন। মাতার স্নেহের কথা কি বলিব অবিশ্রান্ত ভীষণ শিলা বর্ষণ বা বজ্রপতন হইলে মাতা পুত্রকে বক্ষস্থলে রাখিয়া আপন পৃষ্ঠদেশ আবরণ করেন প্রাণান্তেও পুত্রের অঙ্গে পড়িতে দেন না। সর্ব্বদা তাঁহার মনে এই সঙ্কল্প থাকে যে, পুত্র উপযুক্ত হইলে ইহপর লোকদ্বয়ে আমার সুখ হইবে, অতএব এক্ষণে আমরা তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারিলেই কৃতকার্য্য ও কৃতজ্ঞতা ভার হইতে মুক্ত হই।

অতএব হে বালকগণ! এতাদৃশ যত্নাধার স্নেহাধার পরম হিতকারিণী জননীর কোন ক্রমে অবাধ্য হইও না, তাঁহার দোষান্বেষণ করিয়া তৎপ্রতি কোপ প্রদর্শন করিওনা, ভ্রমক্রমেও তাঁহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিওনা, বরং সতত কায়মনোবাক্যে মাতার কামনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবে। মাতা দুর্ব্বৃত্তা বা দুর্নীতা হইলেও পুত্রের পরম পূজনীয়া কোন মতেই পরিহার্য্যা নহেন।

মাত্রাজ্ঞাপালনের দৃষ্টান্ত।

একদা যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা একত্রিত হইয়া ভিক্ষার্থে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর অর্জ্জুন, লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বরে প্রাপ্ত হন্। তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমধিক রজনীযোগে কুন্তী নাম্নী জননীর সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি সহসা সন্তানগণকে আদেশ করিলেন, অদ্যকার পর্য্যটন প্রাপ্ত ধন তোমরা সকলেই গ্রহণ কর। তাঁহারা এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মাতৃ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন আশঙ্কায় পঞ্চ ভ্রাতায় দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব দেখ তাদৃশ সদাশয় মহাত্মগণ মাতৃ আজ্ঞা রক্ষার নিমিত্তে এতাদৃশ অসদৃশ কর্ম্মও করিয়াছেন।

ভ্রাতা।

পোষণার্থ ভৃঙ ভৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন ভ্রাতৃ শব্দের প্রথমান্ত পদ ভ্রাতা, তদর্থ যথা, এক গর্ভজাত পুরুষ।

ভ্রাতৃপর্য্যায়ক শব্দ।

সহোদর, সোদর, সমানোদর্য্য, সোদর্য্য, সগর্ভ্য, সগর্ভ্য, সহজ, সনাভি, স্বযোনি, সহজাত, দায়বন্ধু, ভাই, ভাই এই শব্দটী অপভ্রংশ ভাষা।

এই সকল শব্দ পদদ্বয়ের সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন অতএব ধাতু লিখিলাম না।

বিমাতার পুত্রের নামও ভ্রাতা, তৎ-
পর্য্যায়ক শব্দ।

যথা।

বৈমাত্রজ, বৈমাত্রেয়, বৈমাত্র।

বৈমাত্র ভ্রাতা সোদর সদৃশ সর্ব্ববিষয়ে গ্রহণীয়।

পিতৃভ্রাতা, পিতৃষ্বসা, মাতৃভ্রাতা ও মাতৃষ্বসা ইহা-দিগের পুত্রগণও ভ্রাতৃ সম্বোধনীয়, স্মৃতি শাস্ত্রে ঐ সকলকে আত্মবন্ধু বলিয়াছেন।

ভ্রাতা দুই প্রকার, এক জ্যেষ্ঠ অপর কনিষ্ঠ। যিনি অগ্রে জন্মিয়াছেন তাঁহার নাম অগ্রজ বা জ্যেষ্ঠ, যে পশ্চাৎ জন্মিয়াছে তাঁহার নাম অনুজ বা কনিষ্ঠ, এতাবতা জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভেদ মাত্র।

জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ পর্য্যায়ক শব্দ।

অগ্র অগ্রজ, পূর্ব্বজ, অগ্রিম, জ্যায়ান্, বরীয়ান্, বরিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠকে দাদা বলিয়া থাকে।

কনিষ্ঠভ্রাতৃ পর্য্যায়ক শব্দ।

অবরজ, অনুজ, অপরজ, যবীয়ান্, যবিষ্ঠ, কনান, কনী-য়ান্, অনুজাত, অনুজন্মা, অবরবয়স্ক, অবর এই সকল শব্দ নাম নিষ্পন্ন।

ভ্রাত্রাচার।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য পূজ্য, তাঁহার নিকট সর্ব্বদা বিনীত ভাবে অবস্থিতি করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। কদাপি

তাঁহার নিকট বাচালতা বা চাঞ্চল্যতা করা কর্ত্তব্য নহে, তিনি যাহা আদেশ করিবেন অবিলম্বে তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সচেষ্টিত হইবে। তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া সমান বা ম্লান জ্ঞান করিবে না, তাহা করিলে তাঁহার মানের কিছুমাত্র লাঘব হইবে না, কিন্তু তোমরাই সর্ব্বত্রে অনাদরণীয় হইবে, আর কেহই তোমাদিগে গ্রাহ্য করিবে না সুতরাং পরিশেষে কষ্টের আর পরিসীমা থাকিবে না।

ভ্রাতৃভক্তি।

কেকয়ী আপন পুত্র ভরতকে অযোধ্যায় রাজা করিবার নিমিত্ত ছলনা বাক্যে স্বামীকে বিমোহিত করিয়া, সপত্নী পুত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দেন। অনন্তর, সর্ব্বগুণোপেত প্রিয় পুত্রের শোকে, রাজা দশরথ অত্যন্ত কাতর হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ভরত ভয়ানক এতদুভয় সংবাদ শ্রবণ মাত্র বিপুল বিলাপ ও বিষাদের সহিত নিতান্ত ক্লিষ্টাবস্থায় উন্মাদ প্রায় অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। পরে রাজসিংহাসন শূন্য দেখিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয়কে ভক্তিভাবে তাহাতে বসাইয়া অভিষেক করণানন্তর স্বয়ং তদুপরি স্বর্ণছত্র ধারণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, অনায়াসেই স্বয়ং রাজা হইতে পারিতেন কেহই নিবারক ছিলনা, তথাচ রাজা হয়েন নাই তিনি বিমর্ষান্বিত অন্তঃকরণে রামচন্দ্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় অযোধ্যানগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নন্দীগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। একারণ তাঁহার এই অসাধারণ কার্য্যজাত যশঃ জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া সকলের চিত্তক্ষেত্রে যেন অঙ্কুরিত হইয়া রহিয়াছে।

কনিষ্ঠভ্রাতা।

কনিষ্ঠভ্রাতা পরম স্নেহের পাত্র, তাহাকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে হয়, তাহার সহিত হিংসা বা কলহ করিতে নাই। যাহাতে তাহার বুদ্ধির প্রাখর্য্যতা হয় ও বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা জন্মে তাহার সহিত তদনুরূপ ক্রীড়ামোদ ও কথোপকথন করাই কর্ত্তব্য।

মাধব কেমন সুশীল ও সুবোধ বালক, সে সহসা উপাদেয় সুস্বাদু কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে কনিষ্ঠকে বণ্টন করিয়া না দিয়া স্বয়ং ভোজন করেনা। প্রত্যহ অরুণোদয়ে গাত্রোত্থান করত আপন অনুজকে সুশোভিত করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল সুনির্ম্মল সমীরণ সেবন করে। পরে অবিরক্ত চিত্তে বহুবার তাহার পাঠ বলিয়া দেয়, তাহার দেহকে আপন দেহের ন্যায় যত্ন করে, আহা উঁহারা কেমন সদ্ভাবে কালযাপন করিতেছে দেখিয়া সকলেরই নয়ন মন শীতল হয়।

সুবোধ বালকের ঐ রূপ ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু ভ্রাতাদিগের সহিত একত্রে থাকিয়া সতত সদ্ভাব রাখিলে শীঘ্র কেহ তাহাদের শত্রু হইতে পারে না, সুতরাং সে সংসারের ভঙ্গ বা বিশৃঙ্খলা হয় না, তাহারা সপরিবারে পরম সুখে সংসার যাত্রা সুনির্ব্বাহ করে। ফলত পাঁচজনে মিলিত হইয়া একত্রে থাকিলে বিদ্যা ধন মান সুখ সম্পত্তি সমস্তই লাভ হয়, ইহার সন্দেহ নাই। ভ্রাতাদিগের সহিত অমিলনই কষ্টের কারণ হয়।

এক গাছি সূত্র যেইরূপে ছেঁড়া যায়।
বহুগুণে পাকাইয়া ছেঁড় দেখি তায়॥

অনায়াসে কখন না হইবে সাধন।
এই বুঝে সুঝে কার্য্য কর শিশুগণ॥

ভগিনী।

ঈনি প্রত্যয়ান্ত যত্নার্থ ভগ শব্দের প্রথমার এক বচনের পদ ভগিনী। তদর্থ যথা এক গর্ভজাতা স্ত্রী জাতি।

ভগিনী পর্য্যায়ক শব্দ।

ভগ্নি, ভগ্নী, ভগিনী, সহোদরা, সোদরা, স্বসা, জামী যামী। স্বসৃ এই শব্দটী স্ত্রী ভাষা।

ভগ্নি ভগ্নী ভগ শব্দে স্বসা স্বসধেতে।
সোদরা ও সহোদরা সাধি সমাসেতে॥

বিমাতৃ কন্যাও ভগিনী, তাহারা জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠা ভেদে সহোদরা সদৃশা মান্যা ও পালনীয়া।

তৎপর্য্যায়ক শব্দ বৈমাত্রা, বৈমাত্রেয়ী।

পিতৃভ্রাতা ও পিতৃভগ্নি মাতৃভ্রাতা ও মাতৃভগ্নি ইহা-দিগের কন্যাগণও ভগ্নি সম্বোধনীয়া।

ভগিনী দুই প্রকার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা। জ্যেষ্ঠা পূজনীয়া, চলিত ভাষায় যাহাকে দিদি বলিয়া থাকে, কনিষ্ঠা স্নেহ পালনীয়া তাহাকে অতিশয় প্রযত্নে প্রতিপালন করিতে হয়, কনিষ্ঠার কথায় ক্রোধ করিতে নাই তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই, সর্ব্বদা তাহাকে কোমল সপ্রেম বাক্যে সম্বো

ধন করিতে হয়। যেমন পিতা মাতা কোন উত্তম অশনীয় সামগ্রী পাইলে সন্তান সন্ততিকে না দিয়া স্বয়ং খাইতে পারেন না, তদ্রূপ সুবোধ বালক আপন কনিষ্ঠা ভগ্নিকে না দিয়া কোন দ্রব্য মুখে তুলিতে পারে না। সুবোধ বালকগণ আহারের সময় কনিষ্ঠা ভগ্নীগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বণ্টন করিয়া দিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করে। অতএব তোমরাও তদ্রূপ আচরণ করিয়া সকলের নিকট সুপ্রতিষ্ঠা লাভ কর।

ভার্য্যা।

পোষণার্থ ভৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন ভার্য্যা শব্দের প্রথমান্ত পদ ভার্য্যা তদর্থ অবশ্য পোষণীয়া স্ত্রী, কিন্তু লোকরূঢ়ি দশকর্মের বিধান দ্বারা ঊঢ়া, অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে স্ত্রী তাহার নাম ভার্য্যা।

তৎপর্য্যায়ক শব্দ।

স্ত্রী, পত্নী, পরিগ্রহ, গৃহ, গৃহিণী, গেহিনী, পাণিগৃহীতী, দ্বিতীয়া, দয়িতা, বনিতা, দারা, দার, কান্তা, রমণী নায়িকা, জায়া, জনী, ঊঢ়া, মহিলা, সহধর্ম্মিণী, সধর্ম্মিণী, ধর্ম্মচারিণী, সহচরী, ক্ষেত্র, বধু, কলত্র, কলত্রক, চরণদাসী, বল্লভী, প্রিয়া, প্রিয়তমা, প্রাণেশা, প্রাণসমা, প্রেয়সী, প্রেষ্ঠা, অর্দ্ধাঙ্গ, বামাঙ্গ, ধূতা।

ধাতু পরিচয়।

পদ্য।

গমনার্থ পত ধেতে পত্নী শব্দ হয়।
গ্রহণার্থ গ্রহে পরিগ্রহ মূহ কয়॥

কৃপা অর্থ দয় ধাতু হইতে দয়িতা।
সংভক্ত্যর্থ বনধেতে হয়েছে বনিতা॥
দৃ ধাতু হইতে পদ দারা দার হয়।
কান্তি অর্থ কম ধেতে কান্তা শব্দ হয়॥
ক্রীড়া অর্থ রম ধেতে রমণী হয়েছে।
প্রাপ্তি অর্থ নী ধাতুতে নায়িকা সেধেছে॥
জনধেতে জায়া জনী উঢ়া বহ ধেতে।
বুঝিয়া লইবে শব্দ পরপূর্ব্ব মতে॥
মহ ধেতে মহিলায় জানিবে নিশ্চয়।
অপর পর্য্যায নামে নিষ্পাদিত হয়॥
তার মধ্যে সামাসিক কেহ কেহ আছে।
শিশুগণ বুঝ ভেদ শিক্ষকের কাছে॥

ভার্য্যা অতি প্রণয়স্থান ও গৃহ সুখের আকর। সুতরাং সংসারাশ্রমে থাকিয়া যে ব্যক্তি দার পরিগ্রহ না করিয়াছে তাহার জন্মই বৃথা। যেহেতু দার পরিগ্রহ একটা প্রধান সংস্কার মধ্যে গণ্য দ্বিতীয় দ্বারা অন্নময়ের পোষণ হয়, এবং তদ্দ্বারা পুত্রোৎপাদন হইলে সেই পুত্র নাম রক্ষা করে নাম থাকিলে মনুষ্য মরিয়া ও বাঁচিয়া থাকে।

অতএব বিবাহ করা অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম বটে, কিন্তু একাধিক বিবাহ করা অত্যন্ত ঘৃণনীয়, যে ব্যক্তি অধিক বিবাহ করে তাহার অল্প দিবসের মধ্যেই কুলক্ষয় ও সর্ব্বত্র নানাপ্রকারে অযশ হয়। ভদ্রগণের সমীপে সে সমাদর পায়না, সুতরাং অতিকষ্টে তাহাকে কালাতিপাত করিতে হয়।

যেমন অধিক বিবাহ করা অবিধেয় তদ্রূপ অল্পবয়সে বিবাহ করাও অত্যন্ত অনিষ্টকর ব্যাপার। যাহার সুখী হইবার বাসনা আছে তাহার কোন ক্রমেই বাল্য বা কৌমারাবস্থায় বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ তাহাতে বিদ্যা ধন এবং সুখ এই তিন বিষয়েরই হানি কর হয়।

পত্নী পালন।

সহ ধর্ম্মিনীকে সতত সতর্ক ও সযত্নে রাখিতে হয়। বিবাহ করিয়া বহু দিবস তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখা অত্যন্ত অনুচিত কর্ম্ম, পরিনয়ের পর পত্নীকে আপন আলয়ে আনিয়া কিছু কাল স্বয়ং সুরীতি ও সুনীতি সকল শিক্ষা দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ যাহার সহিত সদা সর্ব্বদা সহবাস করিতে হয়, সে অভদ্র বা অবোধ হইলে কষ্টের আর পরিসীমা থাকে না।

অবোধ পত্নীর নিমিত্ত কত কত লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। কেহবা এতদবস্থায় পতিত হইয়া দেশত্যাগীও হইয়াছেন। পত্নী সুবোধ ও সুশীলা হইলে অনায়াসে সুখে সংসার যাত্রা সুনির্ব্বাহ হয় এবং বিপদের সময় তাহার নিকট সৎপরামর্শ পাওয়া যায়।

পীতাম্বর বাবুর পত্নী কেমন লজ্জাবতী ও বুদ্ধিমতী, পুরুষগণ কখন তাহার মুখ দর্শন করে নাই পতিপ্রাণা এবং গৃহকর্ম্মে এমত নিপুণা যে, কুত্রাপি তৎসদৃশ অঙ্গনা আর দেখি না, ঘরে পরে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, বিবাহের পর পীতাম্বর বাবু অতি সযত্নে স্বীয় পত্নীকে স্বদেশ ভাষা ও রীতি নীতি এবং নানাপ্রকার শিল্পাদি বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন একারণ সংপ্রতি তজ্জন্য সুখভোগ করিতেছেন।

পূর্ব্বে পীতাম্বর বাবু কলিকাতানগরীয় কোন মুদ্রালয়ে একটী প্রধান কর্ম্মে প্রবর্ত্ত ছিলেন। তথায় তাঁহার মাসিক শতমুদ্রা করিয়া বেতন অবধারিত ছিল, তাহাতেই স্ত্রী পুত্রগণ লইয়া সুখে সংসার যাত্রা সুনির্ব্বাহ করিতেন। দৈবক্রমে এক দিবস রজনীযোগে ভয়ানক দুর্দ্দান্ত দস্যুদল আসিয়া তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বিলুণ্ঠন করিল।

তিনি তাহাদিগে অবরোধ করিবার উপক্রম করাতে তাহারা ব্যাকুলাবস্থায় তাঁহার বক্ষমূলে করাল করবাল অস্ত্রের আঘাৎ করিয়া প্রস্থান করিল। এই ঘটনায় পীতাম্বর বল হীন ও চলচ্ছক্তি বিহীন হইলেন, সুতরাং তাঁহাকে কর্ম্ম হইতেও চ্যুত হইতে হইল।

অবশেষে অল্প দিবসের মধ্যেই এরূপ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হই-লেন, কোন দিন অল্পাহারে কোন দিন অনাহারে কাল-যাপন করিতে হইল। পরে এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তাহার বুদ্ধিমতী পত্নী, আপন এক খণ্ড পরিধেয় পট্টবস্ত্র পঞ্চ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়া, অর্দ্ধেক সংসার নির্ব্বাহার্থে রাখিলেন এবং অপর অর্দ্ধেক ওলন্ নামক সূত্র ক্রয় করিয়া ত্রিরাত্র মধ্যে একখানি অপূর্ব্ব চিত্রময় কার্পেটাসন প্রস্তুত করিলেন। তাহা এরূপ সুদৃশ্য ও মনোহর হইল যে দর্শন মাত্রেই সকলেরই গ্রহণ বাসনা বলবতী হইয়া উঠে।

ঐ অপূর্ব্ব শিল্পজাত বস্তু তিনি আপন জ্যেষ্ঠ সন্তান দ্বারা বিপণিতে বিক্রয় করিয়া পঞ্চবিংশতি মুদ্রা প্রাপ্ত হই-লেন অনন্তর ক্রমে ক্রমে ব্যবসায়ীগণ তাঁহার এইরূপ অসা-ধারণ শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া শতাধিকটাকা দাদন করিল, তিনিও অগ্রিম অর্থ প্রাপ্ত হইয়া দশ পনের জন দাস দাসী তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করত ব্যবসায়ের বৃদ্ধি করিলেন। পরে এই

ব্যাপারে বর্ষকাল মধ্যে তাঁহার সপ্ত সহস্র রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয় হইল। তিনি এইরূপে ক্রমে ক্রমে অধিক ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া, পরিশেষে পরম সুখে পতির পরিচর্য্যা কার্য্য ও সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

অবলা সে বিদ্যাবলে হইল সবলা।
শিখালে কতই শেখে নাহি যায় বলা॥
হেন পত্নী প্রতি শিক্ষা দান যে না করে।
সেই জন নহে সুখী সংসার ভিতরে॥

পুত্র।

পুং শব্দ পূর্ব্বক পালনার্থ ত্রৈঙ ত্রৈধাতু হইতে উৎপন্ন। পুত্রশব্দের প্রথমান্ত পদ পুত্রঃ। তাহার ব্যুৎপত্তি যথা। পুন্নাম নরক ত্রাতা, পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে যে, তাহার নাম পুত্র, অর্থাৎ পুত্র হইলে পিতাকে পুন্নাম নরকে যাইতে হয় না।

পুত্র পর্য্যায়ক শব্দ।

তনুজ, তনয়, নন্দন, কুলধারক, কুলজ, সূনু, সুত, পুত্রক, আত্মনীন, জাতি, অপত্য, আত্মোদ্ভব, দায়াদ, নন্দন্ত, আত্মাধীন, আত্মসম্ভব, অঙ্গজ, শরীরজ, তনুজনি, আত্মজ, আত্মজন্মা, দ্বিতীয়, প্রসূতি, স্বজ, সন্তান, তুক্, তোক, তক্ম, শেষ, অপ্ন, গয়, জা, যহু, নপাৎ, প্রজা, বীজ,

প্রসূত, দারক, কুমার, উদ্বহ, ঔরস্য, ঔরসা, পুত ও পো এই দুইটী ইতর ভাষা।

ধাতু পরিচয়।

পদ্য।

বিস্তারার্থ তন ধেতে তনুজ তনয়।
হর্ষ অর্থ নন্দ ধেতে নন্দন কহয়॥
কুলাধারক সমস্ত কুলত্র কৃতেতে।
ষূঙসূঙে সূনু সুত বৈয়াকরণেতে॥
জননার্থ জনধেতে জানিবে নিশ্চয়।
আত্মজ অঙ্গজ স্বজ শব্দ সিদ্ধ হয়॥
আত্মজন্মা তনূজনি প্রজা ও জনেতে।
উপদেশে জান আর যে শব্দ যে ধেতে॥
অব্যুৎপন্ন সমাসজ নামজ যতেক।
বলিতে বাহুল্য হয় করিয়া প্রত্যেক॥
পরখণ্ডে ধাতু সব হইবে প্রচার।
এ কারণ এখানে না হইল বিস্তার॥

পুত্র দ্বাদশ প্রকার

যথা।

ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্ত, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ন্দত্ত, পারশব।

পুত্রপালন।

পুত্র পরম প্রযত্নে পালনীয়, তাহাকে অযত্ন করিলে অবশেষে পিতা পুত্র উভয়েরই ক্লেশজনক হইয়া উঠে একারণ

পুত্রের যত্ন বিষয়ে উপেক্ষা করা সজ্জনগণের পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত নয়। পুত্রের প্রথম অস্পষ্ট বাক্য বহির্গত হইলে যত্নবান ক্রীড়া কৌশলজ্ঞ সুভাষী ভৃত্যের সহিত রাখিয়া লালন করিতে হয়। তখন তাহার যখন যাহাতে ইচ্ছা হইবে সাধ্যমতে মধ্যে মধ্যে তাহার আয়োজন করিয়া দেওয়া উচিত। অমূলক ভুত্ বা জুজু আদির ভয় দেখান অতি বিরুদ্ধ কর্ম্ম, এবং ভীষণশব্দে ধমকানও ভাল নয়, ভীত হইলে নিতান্ত শিশু সন্তানগণের মনস্থান অর্থাৎ মস্তিষ্ক ক্রমশঃ সঙ্কোচিত হইয়া যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল অপ্রবল হয়, সুতরাং স্মারকতাশক্তি নাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠে। যাহার স্মরণ না থাকে তাহার শাস্ত্র অভ্যাস এবং বিদ্যা শিক্ষা হয় না, তজ্জন্য তাহাকে আজন্ম কষ্টভোগ করিতে হয়। অতএব শিশুকালে সন্তানের যাহাতে মনের স্ফূর্ত্তি ও অন্তরিন্দ্রিয় সকল বলবান হয় এমত বিনোদে ব্যাপৃত রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। আর এতদ্বিষয়ে যেমন যত্ন করা উচিত তদ্রূপ অশন বসন বিষয়েও দৃষ্টি রাখা বিধেয়, কারণ শাকাদি অতি অখাদ্য বস্তু ভোজন বা অত্যন্ত মলিন বসন পরিধানেও বুদ্ধি মলিন হয়। অতএব হে বালক গণ তোমরা এতদ্বিষয়ে আপনা আপনি সাবধান হইবে।

পুত্রের পঞ্চমবর্ষ কালাবধি তাহাকে সদাচার সভ্য সুশিক্ষিত শিক্ষকের নিকট নিযুক্তরাখা উচিত। কারণ অধ্যাপকের আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়াই সন্তানেরা সুনীতি লাভ করিতে পারে, দ্বিতীয় সুশৃঙ্খলামতে শিক্ষাও প্রাপ্ত হয়, তাহা না করিয়া অশিক্ষিত এবং কেবল আখ্যাধারী শিক্ষকের নিকট নিযুক্ত করিলে সন্তানকে চিরকালের নিমিত্ত জলাঞ্জলি দিয়া আপন কষ্টের কারণ কণ্টক বীজ

বপন করা হয়, যেহেতু বালকগণ বাল্যকালে একবার যে স্বভাবের অনুকরণ করে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা বিনিময় করা বড় কঠিন হয়।

শিশুকালে যাহা শিখিয়াছে তাহা আর ভুলিতে পারে না সুতরাং সভাস্থ হইলে ইতর কথা উত্থাপন করিয়া সে নিতান্ত অপমানিত হয়।

শিক্ষার সময় শিশুকাল, সে সময় যদি নিরর্থক যায় তবে আর তাহার বিদ্যা হয় না সে মূর্খ হইয়া চরমে কুলনাশক হয়। অতএব কৌমার কালে স্বয়ং বা সুশিক্ষিত শিক্ষকের দ্বারা সন্তানকে বিধিমতে তাড়না করা অত্যাবশ্যক কর্ম্ম, ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম অতীত হইলে তাহার সহিত প্রণয়পরামর্শ করা কর্ত্তব্য।

সৎপুত্র।

যে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা করে বিনয়ী সত্যবাদী ও শিক্ষা বিষয়ে তৎপর এবং সর্ব্বজন প্রিয় হয়, সেই পুত্রকে সৎপুত্র বা কুলপ্রদীপ বলা যায়। প্রদীপ যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ প্রকাশ করে সৎপুত্র তদ্রূপ আপন কুল প্রকাশ করে। যখন বিদ্যাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া সৎপথ চিনিতে পারে, তখন ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের ফলাধিকারী হয়। সুতরাং তৎকালে তাহার দ্বারা জনগণের বিশেষ উপকার দর্শে, যাহার দ্বারা অন্যের উপকার না হইয়াছে সে নরই নয়, ভিত্ত্যুপরি চিত্রিত সিংহের ন্যায় নাম মাত্র নর আখ্যাধারী, যাহার দ্বারা পাঁচজনের উপকার হয় সেই সৎপুত্র, এবং সেই ব্যক্তিই মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিয়া এই অবনীতে অবস্থিতি করিতেছে।

কুপুত্র।

যে পিতা মাতার অবশীভূত এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম বিদ্যা বিষয়ে অমনোযোগী ভক্তি হীন মিথ্যাবাদী তাহার নাম অসৎ বা কুপুত্র। কুপুত্র কুলের কণ্টক স্বরূপ, যেমন মনোহর পুষ্পোদ্যান মধ্যে একটী কণ্টক বৃক্ষ রোপণ করিলে উদ্যান-কে নষ্ট করে তদ্ৰূপ কুপুত্র আপন নির্ম্মল কুলকে কলঙ্কিত করিয়া একেবারে নষ্ট করে। অতএব বরং অপুত্রক হইয়া পুন্নাম নরক দর্শন করা বিধেয় তথাচ মূর্খপুত্র লইয়া সংসারে অবস্থিতি করা ভাল নয়।

অর্থাৎ কন্যাসন্তান।

পুত্রী শব্দের প্রথমার এক বচনের পদ পুত্রী।

তৎপর্য্যায়ক শব্দ।

সন্ততি, দুহিতৃ, তনুজা, আত্মজা, স্বজা, অঙ্গজা, সূনু, সুতা, কন্যা, তনয়া, জাতা, প্রসূতি, অপত্য, পুত্রিকা, পুত্রিকা, নন্দিনী, দায়াদী, ঔরসী, ধর্ম্মণী, দারিকা, কুমারী, বালটি।

ধাতু পরিচয়।

সংপূর্ব্ব তনধেতে সন্ততি জানিবে।
পূরণার্থ দুহধেতে দুহিতৃ সাধিবে॥

সোপপদ জন থেকে তনুজা আত্মজা ।
আর দুই পদ জান স্বজা ও অঙ্গজা ।
সুত সুতেন্দ্র সুতা শব্দ দুই হয় ।
বিশেষ করিয়া সব বুঝ শিশুচয় ॥

পিতারপক্ষে যেমন পুত্র পালনীয়, তদ্রূপ পুত্রীও পালনীয়া, ও স্নেহের পাত্রী। পুত্র পুত্রীতে ইতর বিশেষ করা অতি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধই রহিয়াছে পুত্রের পুত্রে যে কার্য্য হয়, পুত্রীর পুত্রেও তাহাই হইয়া থাকে। অতএব কন্যাসন্তান কোন ক্রমেই অনাদরণীয় নহে, বরং তাহাকে পুত্রাপেক্ষা অধিক যত্ন সহকারে সুরীতি ও সুনীতি সকল শিক্ষা দিতে হয়, যেহেতু পুত্র নানাস্থানে সজ্জন গণের সভায় গমন করিয়া বহুদেশীয় সভ্য ভব্য মনুষ্যের আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া অনায়াসেই উত্তম রীতি নীতি শিক্ষা করিতে পারে, কিন্তু কন্যা তাহা পারে না। তাহাকে আজন্ম অন্তঃপুরে অতিকষ্টে অবস্থিতি করিতে হয় সুতরাং ধর্ম্ম কর্ম্ম বা স্বামীর সেবা শুশ্রূষার সুপ্রণালী কিছুই জানিতে পারে না, যে যাহা বলে তাহাই যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করে এই কারণেই অনেক স্থানে অনেকের নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইতেছে অতএব তাহাদিগকে বালিকাকালাবধি সদুপদেশ প্রদান ও আচার ব্যবহারাদি শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ বিধেয়।

ভাগিনেয়।

ভাগিনেয় শব্দের প্রথমার এক বচনের পদ ভাগিনেয়ঃ। ভগিনীর পুত্রের নাম ভাগিনেয়, তাহার কন্যার নাম ভাগিনেয়ী।

ভাগিনেয় পর্য্যায়ক শব্দ, স্বস্ত্রিয়, স্বস্রীয়, স্বস্রেয় জামেয়, ভাষা ভাগিনা এই সকল শব্দ নাম নিষ্পন্ন।

পুত্রাদিকে যেরূপে প্রতিপালন করিতে হয়, ভাগিনেয়কেও তদ্রূপে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। কারণ ভাগিনেয় উপযুক্ত হইলে পুত্রের কার্য্যই সম্পন্ন করে, তাহার দ্বারা নাম ও গুণ যশরক্ষা হয় সুতরাং তাহাকে এতৎ সর্ব্ব বিষয়ের প্রতিনিধি স্বরূপও বলা যায়, অতএব তাহাকে পরম প্রযত্নে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা অতি কর্ত্তব্য। ভাগিনেয় সুশিক্ষিত হইলে চরমে পুত্রাদির অভাবেও সংসার সুখের অভাব হয় না।

ভাগিনা অত্যন্ত স্নেহের পাত্র তাহাকে ভগ্ন স্নেহ করিলে অত্যন্ত অভদ্রের কার্য্য করা হয়, যদ্যপিও তাহার অধিক অভিভাবক থাকে তথাচ প্রযত্নে পালন করা মাতুলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মিত্র।

স্নেহার্থ মিদ্ধাতু হইতে উৎপন্ন মিত্র শব্দের প্রথমার এক বচনের পদ মিত্রং ভাষা মিতা তদর্থ যথা প্রণয় বা স্নেহের পাত্র।

তৎপর্য্যায়ক শব্দ।

সখি, বন্ধু, সুহৃৎ, বান্ধব, বয়স্য, সহায়, সঙ্গী, মিত্র, স্নেহি।

জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও পিতা মাতা ইহাঁরা যেমন হিতকারী মিত্র তদপেক্ষা অধিক উপকারী ও প্রণয়পাত্র, কারণ পিতা মাতার নিকট সহসা সর্ব্ব বিষয়ক মানস প্রকাশ করা যায় না একারণ তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ের প্রতিকারও করিতে পারেন না। কিন্তু মিত্রের নিকট অকপটে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়, সুতরাং তিনি সর্ব্ব বিষয়েরই সদুপদেশ প্রদান করেন, আর যদ্যপিও উপদেশ না পাওয়া যায় তথাচ মনের ভাব প্রকাশ করিলেও দুঃখের অনেক হ্রাস হয়, আর মিত্রও সাধ্যমতে উপকার করিতে ত্রুটি করেন না, এই হেতু মিত্রের নিমিত্ত অনেকে প্রাণান্ত পর্য্যন্তও অঙ্গীকার করিয়াছেন।

অতএব যথার্থ মিত্রলাভ করিতে পারিলে বিপুল ধন মান উপার্জ্জন করা অপেক্ষা অধিক সুখ লাভ ও কার্য্য সিদ্ধি হয়।

মানব দেহ ধারণ করিয়া যেমন বিদ্যোপার্জ্জন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তদ্রূপ মিত্রলাভ করাও সর্ব্বতোভাবে বিধেয় কর্ম্ম, যাহার মিত্র নাই তাহার সংসারাশ্রমে সুখই নাই। অকূল দুঃখার্ণবের পোত মিত্র, মিত্র ভিন্ন শোক সিন্ধু পার হইবার উপায়ান্তর নাই। অতএব এতাদৃশ মিত্রের সহিত অহরহ অকপট প্রণয় আচরণ করাই কর্ত্তব্য। কারণ কপটতা থাকিলে মিত্রতা চিরস্থায়ী হয় না, যাহারা লাভের অভিসন্ধি না রাখিয়া বন্ধুতা করে তাহাদের মিত্রতা প্রণয় ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমান হইতে থাকে, আর অভিসন্ধিতে

[illegible] না। সুতরাং তাহারা যাবজ্জীবন অনুপম সুখ[illegible] করিয়া কালযাপন করে।

যে সকল লোকের সহিত বন্ধুতা করিতে নিষেধ।

পুরাণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন বিদ্বেষক, পতিত, উন্মত্ত, বহু-[illegible] জন, মিথ্যাবাদী, ভ্রষ্টাচারী, অসতীরপতি, অতিব্যয়ী, নিন্দক, শঠ, এই সকল লোকের সহিত বুদ্ধিমান জন কখনই মিত্রতা করিবে না।

পঞ্চমখণ্ড সমাপ্ত।